দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 16 JAN 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আহত ৫০ জন : পরস্পরকে দোষারোপ

মিরপুরে হোমিও কলেজ ও ইউনানী হাসপাতালে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

স্টাফ রিপোর্টার

রাজধানীর মিরপুর ১৪ নং সেকশনের সরকারী হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও ১৩ নং সেকশনের ইউনানী আয়ুর্বেদিক কলেজ হাসপাতালে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করেছে। এতে পুলিশসহ উভয়পক্ষে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। আহতদের

পৃ ১১ ক ১

ইউনানী হাসপাতালে ছাত্রলীগ-শিবির সংঘর্ষ

১২-এর পৃষ্ঠার পর

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। প্রায় দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ সংঘর্ষের সময় ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের আবুল হাশেম ছাত্রাবাসের ১৫/২০টি কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এ সময় পুরো এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। সংঘর্ষ চলাকালে মিরপুর-কাফরুল সড়কে দুপুর পর্যন্ত সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল এবং আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পিজি হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ডিপিপাল বলেছেন, ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনের পর কলেজের ছাত্রশিবির কর্মীরা ছাত্রাবাস থেকে চলে যায়। বৃহস্পতিবার তারা কলেজে আসার পর এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্রী হোস্টেলও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে সংঘর্ষকারীরা। ঘটনা শুরুর প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ঘটনার পর থেকে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কলেজের সামনে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি শরিফুল হক পরকাল জানান, গত ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর শিবির সমর্থকরা ছাত্রাবাস থেকে চলে যায়। কেউ তাদের বের করে দেয়নি। গত কয়েকদিনে তাদের কলেজ ক্যাম্পাসে দেখা যায়নি। সকালে তারা একযোগে এসে হামলা চালায়।

ছাত্রলীগ সাধারণ কর্মীরা জানান, নির্বাচনের পর হল ছেড়ে দিয়ে হাঁটে পরকাল ছেড়ে শিবির কর্মীরা মিরপুর সরকারী হোমিওপ্যাথিক কলেজের ছাত্রদের প্রবেশ করে। তারা মসজিদে শুক্রবার নামাজ শেষ করে ছাত্রাবাসে ঘুমিয়ে থাকা ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়। এ সময় ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্ররা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সুবর্ণ মণ্ডল, জুবেল, মামুন, সোহেল, বুলবুল ওয়াসিম, রুবেল আমিন, বসু, পার্থসহ ৮/১০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। পরে ছাত্রলীগ কর্মীরা শিবির কর্মীদের ধাওয়া দিলে তারা চলে যায়।

অপরদিকে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কলেজের প্রিন্সিপালসহ ছাত্রলীগের সবার সাথে কথা বলে পরকাল সকালে তারা ক্যাম্পাসে যায়। তারা হলে আসের জন্য প্রবেশ করতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ওপর লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এতে শিবিরের আরিফুল ইসলাম, জিহাদ, রায়হান, রফিকুল ইসলাম, জাহেদুল, আকরাম উদ্দিন, আ: মালেক, শামীম, রওশন, আবু সাঈদ, ওয়াহিদ, পান্না ও জসিমসহ ১৫/২০ আহত হয়। পরে তাদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে কলেজের প্রিন্সিপাল ডা. জহুর আনিস জানান, এ কলেজে যে ছাত্রলীগ আর যে শিবিরের তা আমার দেখার বিষয় নয়। আমার চোখে সবাই সমান। কেউ কারো প্রতি [illegible] বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। দোষীদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অপরদিকে পরকাল সকাল সাড়ে ৮টায় সরকারী ইউনানী আয়ুর্বেদিক কলেজের আবুল হাশেম ছাত্রাবাসেও শিবিরের সাথে ছাত্রলীগের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। শিবির কর্মীরা জানায়, তারা তাদের রুমে প্রবেশ করতে গেলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায়। এতে আহতরা হাসান, তারেক হাসান সজিব, হাসানুল হক বাদ্রা, মুজাহিদুল ইসলাম, সাজেদুল ইসলাম কামাল, মাহফুজুর রহমান, আ: হান্নান ও সাব্বুসহ ১০/১৫ জন আহত হয়।

কলেজটির ছাত্রলীগ কর্মীরা জানায়, সকাল সাড়ে ৯টায় শিবিরের একদল কর্মী হলে থাকা ছাত্রলীগ কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাদের হামলায় ছাত্রলীগের বিপ্লব, মিজানুর, শরিফুল, রাজন, রাসেল, জনাবী, মামুন, রুবেল আমিন, ফারুকসহ ১৫/২০ জন আহত হয়। আহতদের মধ্যে গুরুতরদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

কলেজ প্রিন্সিপাল ডা. প্রণব কুমার কুণ্ডু জানান, বৃহস্পতিবার শিবিরের নিচু নেতা তাকে ফোন করে কলেজে আসার অনুমতি চায়। তিনি তাদের জানান, কলেজে আসতে কারো বাধা নেই। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে শিবির কর্মীরা জোটবদ্ধ হয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে আসে। কলেজ ক্যাম্পাসে শিবিরের ছাত্রদের দেখে তিনি তাদের সাথে কথা বলেন। পরে তিনি চলে যাওয়ার সাথে সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। তিনি এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান।

মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের সভাপতি মো: ইসহাক মিয়া জানান, শিবিরের কর্মীরা সংঘটিত হয়ে ভোর বেলা কলেজ ক্যাম্পাসে পৌঁছে ছাত্রলীগের উপর হামলা চালায়। এতে ছাত্রলীগের অনেক কর্মী আহত হয়েছে। তিনি আরো জানান, উপরের নির্দেশের পর ছাত্রলীগ কর্মীরা কারো উপর হামলা করছে না।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল সাড়ে ৮টায় নিজে বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। শিবির কর্মীরা এ সময় কিছু ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হাসপাতালের পেছনের গলিতে চলে যায়। দুপুর ১২টা নিজে মাই লাইন পরিবহনের একটি বাসে করে প্রায় ৫০/৬০ জন শিবির কর্মী পুনরায় মিরপুর ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজের সামনে এসে নামলে ছাত্রলীগ কর্মীরা তাদের ধাওয়া করলে দুপক্ষের সংঘর্ষ বেধে যায়। এসময় ছাত্রদের হাতে বেশ কয়েকটি যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। বন্ধ হয়ে যায় মিরপুর ১০ নম্বর সার্কেল থেকে কাফরুল সড়কে সব যানবাহন চলাচল। দু'পক্ষের কলেজের সামনে রাস্তার দু'পাশে অবস্থান নিয়ে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। প্রায় ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ সার্জেন্ট [illegible] ও কমপক্ষে ১৫/৩০ জন ছাত্র আহত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত মিরপুর জোনের উপ-কমিশনার [illegible] বিরোধে জেরে করে দু'গ্রুপের মধ্যে এ হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলা নাহোরের পর তারা ব্যবস্থা নেবেন। রাতে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে [illegible]